MAY 1 9 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

শিক্ষা ও মুনাফা ধরার কারেন্ট জাল

জাতীয় শিক্ষা বোর্ড প্রথম হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যেভাবে পাঠ্যবই প্রকাশ করেছে যেমন– বাংলা পাঠ্যবইয়ে বাংলা সাহিত্যসহ বাংলা ব্যাকরণ; ইংরেজী পাঠ্যবইয়ে ইংরেজী সাহিত্যসহ ইংরেজী ব্যাকরণ; সাধারণ অঙ্ক পাঠ্যবইয়ে যথেষ্ট মানসাঙ্ক ও জ্যামিতি; সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে সমাজ, ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, পৌরনীতি সম্পর্কে জ্ঞান; বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে সৃষ্টি, কারণ, ব্যাখ্যা, ফলাফল, গবেষণা; ধর্ম পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় জীবন, বিশ্বাস, নীতি, সমাজ ইত্যাদি বিষয় এতটাই উপযোগী ও সৃজনশীলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রথম হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত নিয়মিত মনোযোগসহকারে পড়াশোনা করে তবে সে বাংলা, ইংরেজী শুদ্ধভাবে বলতে, লিখতে, পড়তে পারদর্শী হয়ে ওঠার পাশাপাশি সঠিকভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যে, হিসাব-নিকাশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পৌরনীতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় চেতনা অর্জন করতে পারবে। অর্থাৎ একটি সচেতন সমাজে বসবাস করতে হলে প্রাথমিকভাবে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা জাতীয় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যবইসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। জাতীয় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বর্তমান পন্থায় প্রকাশিত ও মুদ্রিত পাঠ্যবইগুলোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো–ছাত্রছাত্রীদের নকল ও মুখস্থ করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা, যা জাতির জন্য ফলপ্রসূ। এ তো গেল জাতীয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ছাত্রছাত্রী, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ।

জাতীয় শিক্ষা বোর্ড প্রাইমারী হতে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি যে যে দায়িত্ব পালন করেন তা হলো, সরকারী স্কুলের প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বাস্তবতার আলোকে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া। যেমন– সিএনএড-সাবক্লাস্টার-বিএড-এমএড এবং প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন ধরনের পাঠদানে সাহায্যকারী পুস্তিকা (শিক্ষক সংরক্ষণ, শিক্ষক সহায়িকা, প্রশ্ন পুস্তিকা, শিক্ষক নির্দেশিকা প্রভৃতি) বোর্ড কর্তৃক প্রদান করা হয়; যাতে কোনরূপ পাঠ্যবইয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে, মহোদয়াগণ শিক্ষার্থীদের পাঠদানে সচেষ্ট হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ওপর কড়া নির্দেশ রয়েছে যে, শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা, কোনরূপ পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিতে পারবেন না এবং প্রতিটি বিষয় এতটাই অভিনয়ের মাধ্যমে সহজ ও সুন্দর করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের আর বাড়িতে পড়াশোনার পিছনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করতে হয়, মুখস্থ করার প্রবণতা না জন্মে বা দূর হয়, যে কোন বিষয়ের ওপরই ধারণা, বলা, লেখার ক্ষমতা জন্মায়।

এ দেশে প্রবেশ করেছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী, প্রকাশক, লেখক, শিক্ষক। এরা সবাই মিলে সারা দেশে মুনাফা ধরার কারেন্ট জাল পেতেছে। কারেন্ট জালে যাতে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা আটকা পড়ে তার জন্য বিভিন্ন কৌশলও নির্ধারণ করেছে; তা হচ্ছে–(ক) নতুন শ্রেণীতে নতুন বই পড়তে হবে, সেভাবেই জাতীয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যবইগুলো প্রতিবছরই প্রকাশিত ও মুদ্রিত হচ্ছে– যাতে পুরনো বই আর আপনি কিনতে না পারেন, (খ) নতুন অতিরিক্ত আরও ৭/৮টি বই জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত মূল পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে এ বছর চাপানো হয়েছে, (গ) স্কুলগুলো নির্দিষ্ট শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেখক ও প্রকাশকের বই কেনার ও পড়ার সুপারিশ করে অর্থাৎ সরকারী সিরোইল স্কুল ৭ম শ্রেণীর জন্য বাংলা ব্যাংকরণ বই কেনার ও পড়ার সুপারিশ করেছে।

আজ দেশে প্রয়োজন সৃজনশীল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপদ্ধতি। যথা– প্রথম হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অক্ষরজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আমাদের জাতীয় চেতনা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনা (যাতে আদব, সভ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, আন্তরিকতা, মনোযোগিতা, মানবতা শিক্ষা দেয়া হবে), দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক জীবন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানদান সম্পূর্ণ করার পর পরই আমাদের সন্তানদের আমরা কি কাজে লাগাব তা নিজ দেশ ও বিদেশের চাহিদার আলোকে নির্ধারণ করে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী সৃজনশীল মেধা আমাদের জাতীয়ভাবে গড়ে তোলা উচিত; যাতে কিছু মেধা দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু বিদেশে রফতানি করা যায়।

আমি বাংলাদেশের এক সাধারণ নাগরিক। তাই নাগরিকের দেশের প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং একজন নাগরিকের দেশের অন্যসব নাগরিকের প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা উচিত সেসব দায়িত্ব-কর্তব্য-জ্ঞানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক বা সমস্ত সচেতন দেশবাসীর নিকট নাগরিক হিসাবে আবেদন জানাই, শিক্ষার নামে আমাদের ও আমাদের সন্তানদের ওপর যে আর্থিক ও মানসিক অত্যাচার হচ্ছে তা বন্ধ করা হোক।

মুহাম্মদ হারুনর রশীদ সিদ্দিকী
সিরোইল মঠপুকুর, রাজশাহী।